দরিদ্রের জন্যে প্রত্যক্ষ সহায়তা নীতি নিয়ে কিছু দ্বন্দ্ব

মৈত্রীশ ঘটক

উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনকল্যাণমূলক নানা প্রকল্পের মধ্যে গত কয়েক দশক ধরে প্রত্যক্ষ সহায়তা নীতির (direct transfer policies) গুরুত্ব বাড়ছে। এদের মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্র, অনটন এবং নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত ব্যক্তি বা পরিবারবর্গকে জীবনধারণে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে দেওয়া প্রত্যক্ষ অনুদান। এর বিভিন্ন রূপ আছে। এর মধ্যে পড়বে নিঃশর্ত বা শর্তাধীন নগদ অর্থ প্রদান (unconditional or conditional cash transfer), সরাসরি জীবনধারণের জন্যে আবশ্যক পণ্য প্রদান (আমাদের দেশের র‍্যাশন ব্যবস্থার মতো), স্কুলে খাওয়ানোর প্রকল্প, এবং ভাড়া বা দাম মকুব বা লাঘব করার মতো সরকারি উদ্যোগগুলি (বিশ্বব্যাংক, ২০১৮)। এগুলো সাধারণত কোনও উদ্দিষ্ট জনসংখ্যার অন্তর্গত ব্যক্তি বা পরিবারবর্গকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত পাঠানো হয়। এইধরণের প্রকল্পের টাকা সাধারণত আসে সরকারি রাজস্ব থেকে। কে এই সহায়তা পাবেন তা ঠিক করা হয় উদ্দিষ্ট গোষ্ঠীর আর্থিক সঙ্গতি যাচাই করে। এই সঙ্গতি-যাচাইয়ের (means-testing) ব্যাপারটা, যার অর্থ দরিদ্র বা অভাবীরাই এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারেন একে একদিকে অবসরভাতা বা শিশুপালন ভাতার থেকে আর অন্যদিকে সর্বজনীন ন্যূনতম আয় গোত্রের প্রকল্প থেকে আলাদা করে।

সাম্প্রতিক কালে, নতুন এক ধরনের প্রত্যক্ষ সহায়তা নীতির দিকে একটা সুস্পষ্ট ঝোঁক লক্ষ করা যাচ্ছে, যেখানে উদ্দিষ্ট দরিদ্র ব্যক্তি বা পরিবারকে এককালীন থোক নগদ টাকা বা গবাদি পশুর মতো উৎপাদনশীল কোনও সম্পদ প্রদান করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেরা স্বাধীনভাবে রোজগার বা ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করতে পারেন, কী নিজেদের ব্যবসা বাড়াতে পারেন। এগুলো মূলত অনুদানে চালিত অসরকারি সংগঠন বা এনজিও-রাই (যেমন, বাংলাদেশের ব্র্যাক যা বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটির সংক্ষিপ্ত রূপ)।

এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে ১২০টিরও বেশি স্বল্প এবং মধ্য-আয় দেশে দরিদ্র পরিবারকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা দেওয়ার নানা প্রকল্প চালু আছে, এবং সারা বিশ্বের হিসেবে এই দেশগুলি গড়ে মোট দেশীয় উৎপাদন বা জিডিপি-র ১.৫ শতাংশ সামাজিক সুরক্ষাজাল প্রকল্পগুলির খাতে ব্যয় করে থাকে (বিশ্বব্যাংক, ২০১৮)। পরবর্তী প্রজন্মের আর্থিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা, বা পোশাকি ভাষায় বললে মানবসম্পদ বিনিয়োগের শর্তে নগদ অর্থ প্রদান প্রকল্প চালাচ্ছে এমন উন্নয়নশীল দেশের সংখ্যা গত এক দশকের মধ্যে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে গিয়েছে (বিশ্বব্যাঙ্ক, ২০১৮)।

এইধরনের সহায়তার পরিমাণ নানারকম হতে পারে - আয় বা উপভোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাহায্য এগুলো নিঃশর্ত হতে পারে, আবার সন্তানকে স্কুলে পাঠানো বা ব্যক্তি/পরিবারের কোনও প্রতিরোধক চিকিৎসা গ্রহণ করার মতো শর্তও আরোপ করা হতে পারে (যেমন মেক্সিকোর ‘প্রগ্রেসা’ যা নাম বদলে ‘অপরতুনিদাদেস’ হয়েছে এবং সাম্প্রতিককালের ‘প্রস্পেরা’, এবং ব্রাজিলের ‘বলসা ফামিলিয়া’), আবার সরাসরি কোনও বস্তু ও পরিষেবা প্রদানও হতে পারে (গরিবদের বিনামূল্যে বা ভর্তুকি হারে খাদ্য, নিকাশি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি প্রদান করার প্রকল্পসমূহ)। এই তিনটি ধরনকে আমরা এবার থেকে যথাক্রমে নিঃশর্ত সহায়তা, শর্তাধীন সহায়তা, এবং স্থাবর সহায়তা বলে উল্লেখ করব।

এই সরাসরি সহায়তা যোজনাগুলিকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণাটির একটা অঙ্কুর হিসেবে দেখা যেতে পারে, যে ধারণাটি গ্রেট ডিপ্রেশন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে উন্নত বিশ্বে আবির্ভূত হয়ে ক্রমবিস্তার হতে থাকে, এবং ১৯৬০-এর দশকের মধ্যে পাশ্চাত্যের দেশগুলির রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি আবশ্যক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উন্নয়নশীল বিশ্বে এই ধারণার উৎস ধরা যেতে পারে আশির দশকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে কাঠামোগত সংস্কারের নীতিগুলির ব্যর্থতার সময়কালটিকে, যখন এই অঞ্চলের একাধিক সরকার সামাজিক সুরক্ষা এবং জনগণের জীবনধারণ ক্ষমতার দ্রুত অবনমন ঠেকাতে প্রথম নানান শর্তাধীন সহায়তা যোজনা চালু করে।

২

প্রত্যক্ষ সহায়তা নীতিগুলি বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। কেউ কেউ এই ধরনের নীতির বিরোধিতা করেন কারণ তাঁদের মতে এগুলো বিনামূল্যে এবং বিনা পরিশ্রমে কিছু পাওয়ার মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেয় (যাকে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোদী 'রেভড়ি' বা ফ্রি-তে পাওয়ার সংস্কৃতি বলে সমালোচনা করেছেন)। আবার অনেকে অন্য অবস্থান থেকে এই মর্মে সমালোচনা করেন যে দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্র দূরীকরণের জন্যে আবশ্যক শিক্ষা-স্বাস্থ্য বা পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ না করে এ হলো সরকারের সস্তা জনপ্রিয়তার নীতি যা দরিদ্রশ্রেণির মানুষকে সাময়িক স্বস্তি দিতে পারে, কিন্তু মূল সমস্যার কোনো সমাধান এতে হয় না। এ যেন অসুস্থ মানুষের রোগের চিকিৎসা না করে ব্যথা উপশমের ওষুধ দেওয়ার মতো।

এই দুটি যুক্তিরই সমস্যা আছে।

আমাদের করব্যবস্থা এমন যে যাঁরা অতিধনী তাঁরা আয়ের অনুপাতে প্রত্যক্ষ কর দেন খুবই কম। আর ব্যাঙ্কব্যবস্থায় অনাদায়ী ঋণমকুবের হিসেব যদি করা যায়, তা বাস্তবিক অর্থে হলো করদাতাদের থেকে অতিধনীদের দেওয়া অনুদানমাত্র। এমনকি মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষেরও আয়করে অনেক ছাড় থাকায় এবং বিনিয়োগ বা স্থাবর সম্পত্তির ওপর করের হার খুব কম হওয়ায়, বাস্তবে আয়ের তুলনায় করের অনুপাত খুব বেশি নয়। তার ওপরে গত বেশ কয়েক বছর ধরে সরকারি রাজস্বে পরোক্ষ করের গুরুত্ব বাড়ছে, যার আওতা থেকে দরিদ্রশ্রেণি মুক্ত নন। তাই সার্বিকভাবে সরকারি রাজস্বের সূত্র খুঁটিয়ে দেখলে আমাদের করব্যবস্থা বাস্তবে প্রগতিশীল নয়ই, বরং তার উল্টোটাই। এবার যদি সংগঠিত ক্ষেত্রে উচ্চ বেতনের সরকারি বা বেসরকারি কর্মীরা যে নানা সুযোগ সুবিধা পান তা ধরি, তা হলে দরিদ্রশ্রেণির মানুষেরা কাজ না করে ঘরে বসে অনুদান নেওয়ার সংস্কৃতিতে নিমজ্জিত, সেই যুক্তি ধোপে টেকে না।

অন্য সমালোচনাটার সমস্যা হলো যে ধরে নেওয়া হচ্ছে অন্য সমস্ত সরকারি উন্নয়ন বা কল্যাণমূলক খাতে ব্যয় কমিয়ে বা বন্ধ করে নীতি হিসেবে শুধু প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রকল্পই চালু করা হবে। সেটা কখনই কাম্য নয় শুধু নয়, এই নীতিগুলির কোনো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন প্রবর্তক বা সমর্থকরা কখনোই সেরকম প্রস্তাব করেন না। উন্নয়ন ও মানবকল্যাণ দুটিই বহুমাত্রিক ধারণা এবং কোনো একক নীতি নেই যাতে এই লক্ষ্যগুলোর সবকটি দিক পূরণ হতে পারে। একই যুক্তি যে কোনো একটি উন্নয়ন বা কল্যাণমূলক নীতিকে এককভাবে দেখলেও করা যায়: শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে খরচ করলে বা রাস্তা বানালে লোকে কী খাবে? যদিও সরকারের মোট রাজস্বের পরিমাণ সীমিত বলে বিভিন্ন সমস্ত খাতেই খরচের মধ্যে একটা পরিবর্তের সম্পর্ক আছে, উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক নানা নীতির মধ্যে পরিপূরক সম্পর্কও আছে। এক্ষেত্রে বিত্তবানদের ওপর করের হার বাড়িয়ে রাজস্ব বাড়ানো এবং সরকারের যে যে খাতে খরচের কোনো উন্নয়ন বা কল্যাণমূলক ভূমিকা নেই (যে যে ভর্তুকি সম্পন্নশ্রেণির মানুষদেরই মূলত সাহায্য করে, যেমন জ্বালানি এবং সার) তা কমিয়েই উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ বাজেট বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই। সেই বর্ধিত রাজস্বের একটা অংশ প্রত্যক্ষ সহায়তা নীতিতে খরচ করার প্রস্তাবই এখানে আলোচ্য বিষয়।

এ তো গেল প্রত্যক্ষ সহায়তা নীতি আদৌ কাম্য কিনা তাই নিয়ে বিতর্ক। যদি মেনেও নেওয়া হয় যে এইধরনের নীতির সপক্ষে যুক্তি আছে, এই প্রত্যক্ষ সহায়তা যোজনাগুলির ধরন বা রূপ কেমন হওয়া উচিত তা নিয়েও জোরদার বিতর্ক রয়েছে।

যেমন, এগুলি কি নগদ অর্থ হিসেবে দেওয়া উচিত, নাকি উৎপাদনশীল সম্পদ বা ক্ষুদ্রব্যবসার পুঁজি হিসেবে, নাকি অতিপ্রয়োজনীয় পণ্যে ভর্তুকি হিসেবে দেওয়া বেশি যুক্তিযুক্ত? যদি নগদ অর্থ ধরে দিতে হয়, তবে তা নিঃশর্ত হবে নাকি শর্তাধীন? এগুলি কি প্রাপকদের সঙ্গতি খতিয়ে দেখে সেই অনুসারে দেওয়া হবে, নাকি সার্বিকভাবে?

বর্তমানে যেসব বিভিন্ন ধরনের সহায়তা নীতিগুলি চালু আছে, যেমন নগদ বা সম্পদ প্রদান, কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা, মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ রোজগার সুরক্ষা যোজনার মতো কর্মসংস্থান প্রকল্পসমূহ, এবং নানান জীবিকা-কেন্দ্রিক প্রকল্প যা গরিব মানুষদের কোনও জীবিকা শুরু করতে বা চালিয়ে যেতে সাহায্য করে, সেই সবকটির পিছনে একটিই প্রশ্নের আলাদা আলাদা উত্তর খোঁজার চেষ্টা আছে। প্রশ্নটি হল—দারিদ্রের কারণ কী? এই মতের বিভিন্নতার একটা দিক হল গরিব মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা কোনগুলি তা নিয়ে মতানৈক্য—সেটা কি নির্দিষ্ট কোনও পণ্যের বাজারে (খাদ্য, ঋণ, শ্রম, বিমা) যোগ দিতে না পারা বা টিকতে না পারা, নাকি সাধারণলভ্য পরিষেবা (স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষা) যথাযথভাবে না পাওয়া, জীবনের নানা পর্যায়ের জন্য জরুরি সহায়তা যা গরিব মানুষরা পান না (যেমন মাতৃত্বকালীন সুবিধা, শিশুকল্যাণ, বার্ধক্য সহায়তা), সামাজিক বৈষম্য (লিঙ্গ বা জাতপাতভিত্তিক), নাকি শুধুই পর্যাপ্ত আয়ের উপায় না থাকা। আর অন্য দিকটি হল, দারিদ্র কি একটি ক্ষণস্থায়ী অবস্থা নাকি তাকে দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ী হিসেবে ধরতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে তীব্র দারিদ্র দীর্ঘমেয়াদি বজায় থেকেই যায়, আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষ ধীরে ধীরে নিজেদের জীবনযাত্রার মান কিছুটা হলেও উন্নত করতে পেরেছেন বলে দেখা গেছে। দারিদ্র যদি ক্ষণস্থায়ী হয়, তবে তাৎক্ষণিক ভাবে আয় বাড়ানোর সুযোগ করে দেওয়া এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা যুক্তিযুক্ত নীতি হতে পারে। কিন্তু দারিদ্র যদি দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে তবে আয় তৈরি করার পরিকাঠামোয় উক্ত দরিদ্র মানুষদের যোগদান

নিশ্চিত করাটাই সেই দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্রকে কমিয়ে আনার একমাত্র উপায়।

আর একটি পরোক্ষ দিক হল নীতির সময়সীমা এবং নীতি যিনি বা যাঁরা নির্ধারণ করছেন তাঁদের নিহিত উদ্দেশ্যটি: সেটা কি আয় বৃদ্ধির সুযোগ বাড়িয়ে বা তৈরি করে গরিব মানুষদের দীর্ঘমেয়াদি উন্নতি, নাকি জীবনধারণের ন্যূনতম মান বজায় রাখার জন্যে নিয়মিত সাহায্য, নাকি তার উদ্দেশ্য বিপদ-আপদের সঙ্গে যুঝতে সাহায্য করার জন্য সুরক্ষাজালের ব্যবস্থা (যার মধ্যে চিকিৎসা, কর্মসংস্থান ইত্যাদির জন্যে স্বল্পমেয়াদি সহায়তা পড়ে)।

তৃতীয় দিকটি হল অন্তর্নিহিত সামাজিক লক্ষ্যমাত্রাটি আসলে কী। সরকারের হাতে টাকা যেহেতু সবসময়েই সীমিত, তাই সেই সীমিত সম্পদকে সমানভাবে বণ্টন করা এবং বিশেষ করে সবচেয়ে বেশি অভাবী যাঁরা তাঁদের আলাদা করে সহায়তা প্রদান করা ন্যায্যতার দিক থেকে শ্রেয়। আবার লক্ষ্যমাত্রা যদি হয় যথাসম্ভব বেশি সংখ্যক মানুষকে চিরকালের জন্য চরম দারিদ্র থেকে তুলে আনার জন্য কার্যকরীভাবে সেই সীমিত সম্পদকে ব্যবহার করা? স্পষ্টতই, এই দু’টি লক্ষ্যমাত্রার নিরিখে সহায়তার পরিমাণ এবং তাদের বণ্টন করার পদ্ধতির মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকবে।

৩

কিছুদিন আগে একটি গবেষণাপত্রে আমি এবং আমার সহ-গবেষকেরা (বালবোনি,বান্দিয়েরা, বার্জেস, ঘটক, ও হাইল, ২০২২) বাংলাদেশের গ্রামে একটি সম্পদ সহায়তা (asset transfer) নীতির পর্যালোচনা করেছি। এই যোজনাটি একধরনের ‘অতিদরিদ্রমুখী’ প্রকল্পের উদাহরণ, যাতে নির্দিষ্ট কিছু পরিবার বা ব্যক্তিবর্গকে—এক্ষেত্রে গ্রামীণ মহিলাদের - এককালীন বড় পরিমাণে সম্পদ সহায়তা, প্রশিক্ষণ, এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হয়। দেখা গেছে যে এই ধরনের যোজনাগুলি প্রাপকদের মধ্যে দারিদ্র হ্রাসের ক্ষেত্রে খুবই ইতিবাচক এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকলেও, প্রাপকদের একটি অংশ - ৩০ শতাংশের কাছাকাছি - কিছুদিন পরেই আবার চরম দারিদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গেছেন।

সহায়তার পরিমাণ সব প্রাপকদের ক্ষেত্রেই মোটামুটি একইরকম ছিল—বেশিরভাগ পরিবার একটি গরু পেয়েছিল—কিন্তু সহায়তা পাওয়ার আগে এই পরিবারগুলির নিজস্ব সম্পত্তির পরিমাণে তারতম্য ছিল। আমরা দেখিয়েছি যে উৎপাদনশীল সম্পদের একটি সীমান্ত মূল্য আছে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে যাঁরা গোসম্পদের প্রাপক তাঁদের মোট সম্পদ তার উপরে হলে পরিবারগুলি ক্রমশ আরও সম্পদ জমাতে সমর্থ হয়, কিন্তু এর নীচে থাকলে তারা আবার দারিদ্রে নেমে যায়। এর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে দারিদ্রজাল কাটিয়ে বেরোতে সাহায্য করতে হলে সম্পদ সহায়তার অঙ্কের একটা ন্যূনতম মানের প্রয়োজন, তার কমে প্রাপকেরা আবার দারিদ্রচক্রে আটকে পড়বেন।

এখন এই সমীক্ষাটির পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণ থেকে আমরা যে সিদ্ধান্তে আসছি নিশ্চয়ই স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে প্রযোজ্য নয়, তাই এর ভিত্তিতে কোথাও কখনো বড় অঙ্কের সম্পদ সহায়তা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব হবে না সেই সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তাহলেও এই গবেষণা থেকে দুটি সম্ভাবনা উঠে আসছে তা অন্যান্য পরিস্থিতিতেও প্রযোজ্য। প্রথমত, পুনর্বণ্টন বা দরিদ্রদের জন্যে প্রত্যক্ষ সহায়তা শুধু সমতা বা ন্যায়ের যুক্তিতে গ্রাহ্য নয়, তাদের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ হিসেবেও দেখা যেতে পারে, যা ‘ফ্রি-তে পাওয়ার’ সংস্কৃতির ধারণাটির সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদী দারিদ্র দূরীকরণের দিক থেকে দেখলে এই সহায়তার ন্যূনতম পরিমাণ কী হওয়া উচিত, তা তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করা উচিত।

তাহলেও এই সমীক্ষাটি তাই আমাদের একটা দ্বন্দ্বের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে: একমাত্র বড় পরিমাণের সহায়তাই যদি দীর্ঘমেয়াদে গরিব মানুষদের দারিদ্র থেকে ঠেলে বার করতে সক্ষম হয় আর এদিকে মোট বণ্টনোপযোগী সম্পদ সীমিত হলে খুব বড় মাত্রায় এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, তুলনায় কম পরিমাণে সহায়তা অনেক বড় জনসংখ্যাকে আয়ভিত্তিক সাহায্য করতে পারে, এবং নানান বিপন্ন গোষ্ঠীকে অত্যন্ত জরুরি একটা সুরক্ষাকবচও দিতে পারে।

উদাহরণ হিসেবে উপরোক্ত বাংলাদেশি সম্পদ-সহায়তা প্রকল্পটিকেই ধরা যাক। ২০০৭ সালে সাধারণভাবে একটি গরুর দাম ছিল ৯,০০০ বাংলাদেশি টাকা, যা ২০০৭ সালের নিরিখে ভারতীয় মুদ্রায় দাঁড়ায় ৭,৬৫১ টাকা। মুদ্রাস্ফীতির হিসেব করে ২০২৩ সালে সেই দাম দাঁড়াচ্ছে ২২৯৮০ ভারতীয় টাকা। এর উল্টোদিকে যদি ভারতের পিএম-কিসান যোজনাকে ফেলি, সেখানে প্রতি বছর কৃষিজীবীদের ৬০০০ টাকা দেওয়া হয়, যা বাংলাদেশে প্রদত্ত (এককালীন) টাকার অঙ্কের প্রায় এক চতুর্থাংশের কাছাকাছি। ভারতীয় বাজেটের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করলে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কারও পক্ষেই খুব বিস্তৃত স্তরে বড় অঙ্কের সহায়তা যোজনা নেওয়া সম্ভব নয়। উপরন্তু রাজনীতির দিক দিয়ে দেখলে সরকারের তরফে কোনও ছোট জনসংখ্যাকে একটা বিরাট অঙ্কের সহায়তা দেওয়াও খুব বাস্তবসম্মত নয় (যা কিনা ব্র্যাক ইত্যাদির মতো এনজিও-র পক্ষে সম্ভব), কারণ তাতে বৃহত্তর জনসংখ্যার ভিতরে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

তাহলে উপায় কী?

এর কোনো সহজ উত্তর নেই। নীতিগতভাবে দেখলে দারিদ্ররেখার তলায় যাঁরা আছেন তাঁদের সবার জন্যে একটা

ন্যূনতম অঙ্কের আর্থিক সহায়তার সপক্ষে যুক্তি জোরালো, তাতে উৎপাদনশীলতা বাড়ুক বা না বাড়ুক, বা দারিদ্রের সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হোক আর না হোক। কিন্তু বিনিয়োগ করার সামর্থ থাকলেও এই শ্রেণির মানুষের সবার উৎপাদনশীলতা সমান হারে বাড়ার সম্ভাবনা কম। তাই তাঁদের মধ্যে যে শ্রেণিগুলির মধ্যে এই সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তাঁদের প্রতি উদ্দীষ্ট প্রত্যক্ষ সহায়তার অঙ্ক বাড়ানো যেতে পারে। এখানে দুটো বিপরীতমুখী প্রবণতার মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে—সম্পদের অপ্রতুলতা এবং যাঁরা এই সহায়তার উদ্দীষ্ট প্রাপক তাঁদের এই ধরনের সহায়তা দেওয়া (এবং অন্যদের না দেওয়া) তা রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কিনা। এর সমাধান কী, তা বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে, এখানে একটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। এক হলো, দরিদ্রশ্রেণির মধ্যেও যাঁরা নানা সামাজিক প্রতিবন্ধকের মুখোমুখি (যেমন, নারী, সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা নানা গোষ্ঠীর মানুষ) তাঁদের জন্যে এই ধরনের প্রকল্প রাজনৈতিকভাবে বেশি গ্রহণযোগ্য। তা ছাড়া, এই ধরনের প্রকল্পগুলো, যেখানে কোনো উৎপাদনশীল সম্পদ দেওয়া হয় (যেমন, আলোচিত ব্র্যাক প্রকল্পটি) তার একটা বড়ো অংশ হলো সময়সাপেক্ষ বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ। এই শর্তটি থাকায় এই ধরনের প্রকল্পে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকলেও সবাই তা নেন না আর এই কারণে সবাই এর সুযোগ নিলে যতটা খরচ হতে পারত তার তুলনায় কমই হবে। শুধু তাই নয়, যাঁরা একইসঙ্গে সবচেয়ে উৎসাহী এবং অভাবী তাঁরাই যোগ দেবেন, যা সেই প্রকল্পের সাফল্যের দিক থেকেও কাম্য।

৪

এখনও পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তার থেকে প্রধান যে একটা বিষয় উঠে আসছে তা হল, যদিও সব ধরনের সহায়তা নীতিই মূলগতভাবে গরিবদের প্রতি উদ্দিষ্ট এবং পুনর্বণ্টন-ভিত্তিক, এর মধ্যে কিছু কিছু নীতিকে উৎপাদনশীলতায় বিনিয়োগ হিসেবেও দেখা যেতে পারে। এই সহায়তা যোজনাগুলিকে শুধুমাত্র গরিবদের জীবনধারণের জন্য সহায়তা হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। অতএব, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত নীতিসমূহ এবং পুনর্বণ্টন-ভিত্তিক (বা প্রাথমিক সহায়তা প্রদানকারী) হিসেবে পরিচিত নীতিসমূহের মধ্যে এই যে একটা স্পষ্ট বিপরীতমুখী সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়—অর্থাৎ নীতি হয় ন্যায়সঙ্গত হবে নয়তো কার্যকরী হবে, দুটো একসঙ্গে হবে না—এই ধারণাটা কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই খাটছে না।

অন্য যে বিষয়গুলি উঠে আসছে তা হল আলাদা আলাদা বিকল্প সহায়তা যোজনাগুলির ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা রকমের দ্বান্দ্বিকতা কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, বড় অংকের যোজনাগুলি দারিদ্র থেকে মানুষকে স্থায়ীভাবে বার করে আনার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশি কার্যকরী, কিন্তু সেগুলি ব্যয়সাপেক্ষ এবং অবশ্যই খুব বড় মাত্রায় সেগুলির রূপায়ণ করা অসম্ভব। অন্যদিকে, ছোট অঙ্কের সহায়তা যোজনাগুলি গরিব মানুষকে আয়ভিত্তিক সহায়তা দিতে পারে, তাঁদের সামাজিক সুরক্ষায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু দারিদ্রের জাল থেকে থেকে তাঁদের বার করে আনার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী নয়।

উপরন্তু, বাজেট বরাদ্দ সীমিত হওয়ার কারণে, দরিদ্র প্রাপক চিহ্নিতকরণের পরিকাঠামো যত নিখুঁত হবে তত বেশি অংকের মাথাপিছু সহায়তা বরাদ্দ করা সম্ভব, বিশেষ করে যদি সার্বিক সহায়তা যোজনাগুলির সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু বাস্তবে চিহ্নিতকরণের পরিকাঠামো বেহাল, এবং কাকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এবং কাকে বাদ দেওয়া হচ্ছে সেই সিদ্ধান্তগুলিতে আকছার গুরুতর ভুল থেকে যায়। এই পরিস্থিতিতে সার্বিক সহায়তা যোজনাগুলি (universal transfer schemes) বেশি লোভনীয় ঠেকবে সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সেখানে আবার মাথাপিছু সহায়তার পরিমাণ কমে যাবে অনেকটাই।

সমস্ত দারিদ্র-দূরীকরণ নীতি এবং যোজনাই (বা এক্ষেত্রে সরাসরি সহায়তা নীতি) একটি সীমিত সম্পদভাণ্ডার (যার মধ্যে অন্যতম রাষ্ট্রের নিজস্ব ব্যয়ক্ষমতা) থেকে তাদের বরাদ্দ পায় এবং তার জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকে, কাজেই এরা পরস্পরের বিকল্পও বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, একটু অন্যভাবে ভাবলে এধরনের বিভিন্ন নীতির মধ্যে পরিপূরক একটা সম্পর্কও গড়ে তোলা সম্ভব, এবং কিছু ক্ষেত্রে তেমনটা করা হচ্ছেও। সাম্প্রতিক কালের 'ক্যাশ-প্লাস' নীতিগুলি এর একটা উদাহরণ (মতিন, ২০২২)। বড় অঙ্ক বনাম ছোট অঙ্কের সহায়তা এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের দ্বন্দ্বে যে বরাদ্দগত সীমাবদ্ধতা আছে তার নিরিখে মাথাপিছু সহায়তার সবচেয়ে বাস্তবসম্মত অঙ্কটিকে মূলগত সহায়তা হিসেবে রাখা হল, এবং তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল অন্যান্য এক বা একাধিক যোজনার প্রদেয় সহায়তা—এমন একটা ব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত ফল আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ২০০০-এর দশকে অতিদরিদ্র গোষ্ঠীর জন্য আলাদা করে নীতি নির্ধারণ করা শুরু করে ব্র্যাক, কারণ ততদিনে স্পষ্ট বোঝা গেছে যে চালু ছোট ঋণ এবং দারিদ্র-দূরীকরণ প্রকল্পগুলি চরম দরিদ্রদের ক্ষেত্রে একেবারেই কার্যকরী হচ্ছে না। ব্র্যাক-এর গৃহীত এই নতুন নীতির মূল ধারাগুলি হল: যোজনার অন্তর্গত পরিবারগুলির প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করা, মূলত সরাসরি অর্থ এবং খাদ্যশস্য প্রদানের মাধ্যমে, যাতে এই সুরক্ষাবলয়ের উপর নির্ভর করে তাঁরা নিজেদের জীবনযাত্রা মানোন্নয়নের দিকে নজর দিতে পারেন; প্রাপক এবং তাঁদের পরিবাররা যাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জল এবং পরিচ্ছন্নতার মতো প্রাথমিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারেন তা নিশ্চিত করা; যোজনা চলাকালীন প্রাপকদের দীর্ঘমেয়াদি

আয়ের ব্যবস্থা করা; কোনও উৎপাদনশীল সম্পদ এবং/অথবা উৎপাদনভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখতে শেখানো, সঞ্চয়ে উৎসাহ দেওয়া, এবং ব্যাঙ্ক ইত্যাদি আর্থিক পরিষেবার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করানো।

আরও এক অর্থেও এই নানা ধরনের সহায়তা নীতিগুলি পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে—তা হল একটি যোজনায় বাদ পড়া জনসংখ্যাকে অন্য একটি যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ, শর্তাধীন সহায়তা যোজনাগুলি উদ্দিষ্ট জনসংখ্যায় ইতিবাচক পরিবর্তন (যেমন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি) আনতে সক্ষম হলেও, শর্ত পূরণ করতে না পারা জনসংখ্যাকে বাদ দেওয়ার কারণে সার্বিকভাবে সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধিতে সেগুলি কার্যকরী তো নয়ই, বরং হিতে বিপরীত হতে পারে (ওজলার, ২০২০)। কাজেই, সবচেয়ে ভালো মানে শর্তাধীন সহায়তা যোজনাগুলির ক্ষেত্রেও পরিপূরক হিসেবে অন্যান্য সহায়তা প্রকল্প জুড়ে দেওয়া প্রয়োজন, এবং এক্ষেত্রে নিঃশর্ত সহায়তা প্রকল্পগুলি খুবই কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে অতিস্বল্প আয় পরিবারগুলিতে যেখানে যে কোনও ধরনের শর্ত আরোপ করাই কঠিন। একইভাবে ভারতের নিরিখে আমরা একটি মিশ্র চরিত্রের যোজনার কল্পনা করতে পারি যেখানে জনকল্যাণের সঙ্গে শ্রমসম্পাদনের ধারণাটিকে মিলিয়ে দেওয়া হবে। মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ রোজগার সুরক্ষা যোজনাটিকেই ধরা যাক, যাতে গ্রাম এলাকায় বছরে ১০০ দিনের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা আছে। যেসব গরিব মানুষ সাধারণ কায়িক শ্রম করতে অসমর্থ - যেমন, শিশু, বৃদ্ধ, এবং প্রতিবন্ধী মানুষরা—তাঁদের জন্য কিন্তু এই যোজনা উপযুক্ত নয়। অন্যদিকে, এই যোজনার নিজের লক্ষ্যমাত্রা নিজে স্থির করার যে বিষয়টি আছে, তার অর্থ কার্যক্ষেত্রে দাঁড়ায় যে, যেসব কায়িক শ্রম দিতে সমর্থ এবং ইচ্ছুক ব্যক্তির সত্যি সত্যিই টাকার দরকার আছে, একমাত্র তাঁরাই সেই টাকা জোগাড় করতে অতিরিক্ত শ্রম দিতে রাজি থাকবেন। শ্রম-শর্তাধীন মহাত্মা গান্ধী রোজগার যোজনাটির সঙ্গে যদি উপরে বর্ণিত ন্যূনতম নিঃশর্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের একটি যোজনা জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে গরিব মানুষদের মধ্যে আলাদা আলাদা সক্ষমতা গোষ্ঠীগুলির কাছে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে একইসঙ্গে সহায়তা পৌঁছাতে পারবে এই দুটি যোজনা।

উপরন্তু, তথ্যপ্রমাণ বলছে যে, এই মুহূর্তে দেশ তথা সারা বিশ্বের অন্যতম মুখ্য সমস্যা—অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রায় সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রকল্পগুলি ইতিবাচক এবং পরিপূরক ভূমিকা নিতে পারে। একাধিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এমনকী প্রাপক নয় এমন জনসংখ্যা এবং সংস্থাগুলির উপরেও চালু আর্থিক সহায়তা প্রকল্পগুলির বিশাল ইতিবাচক প্রভাব থাকতে পারে। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা (এগার ও অন্যরা, ২০২২) গ্রামীণ কেনিয়ার একটি আর্থিক সহায়তা প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনা করেছে, যেখানে ১০,৫০০টিরও বেশি গরিব পরিবার পিছু প্রায় ১০০০ মার্কিন ডলারের এককালীন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে যার মোট পরিমাণ স্থানীয় অর্থনীতিতে আনুমানিক মোট আয়ের প্রায় ১৫ শতাংশ - অর্থাৎ, সার্বিকভাবে দেখলেও স্থানীয় অর্থনীতিতে ব্যয়প্রসারের অঙ্ক হিসেবে খুব নগণ্য কিছু নয়। এর ফল? যাঁরা এই প্রকল্পের প্রত্যক্ষ প্রাপক নন, তাঁদেরও আয়প্রসার হয়েছে, কারণ প্রত্যক্ষ প্রাপকেরা ব্যয়প্রসার করেছেন—সব মিলিয়ে স্থানীয় অর্থনীতিতে মোট আয় বেড়েছে প্রায় আড়াই গুণ আর মূল্যস্ফীতির মানও নগণ্য, যা পাঠ্যবইয়ের কেইন্সীয় গুণকের একেবারে বাস্তব নিদর্শন। এর থেকে এইধরনের প্রকল্প নিয়ে দুটো পরিচিত সমালোচনার উত্তর মিলছে : এক, লোকের হাতে এত টাকা গেলে মূল্যস্ফীতিতে তার সম্ভাব্য সব সুফল নষ্ট হয়ে যাবে; আর দুই, যারা পাচ্ছে না তাদের কোনওই উপকার হবে না, অর্থাৎ, এই ধরনের প্রকল্প নিছকই পুনর্বণ্টন বা শূন্য-অঙ্কের খেলা।

দরিদ্রশ্রেণির জন্যে প্রত্যক্ষ সহায়তা নীতি নিয়ে কিছু দ্বন্দ্ব, কিছু তাত্ত্বিক চিন্তা, কিছু তথ্যপ্রমাণ, কিছু পরিচিত সমালোচনা ও তার উত্তর এই প্রবন্ধে আলোচনা করলাম। পুনর্বণ্টনের সপক্ষে যুক্তি খুব জোরালো কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তার রূপ কী হবে তা বিতর্কাতীত নয়। সেটা একটা প্রয়োজনীয় বিতর্ক।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এই লেখাটির জন্যে দ্যুতি মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি।]

তথ্যসূত্র

Balboni, Clare, Oriana Bandiera, Robin Burgess, Maitreesh Ghatak, and Anton Heil (2022)- “Why do People Stay Poor”, Quarterly Journal of Economics, Volume 137, Issue 2, Pages 785-844.

Egger, Dennis, Johannes Haushofer, Edward Miguel, Paul Niehaus, and Michael W. Walker (2022)- “General Equilibrium Effects of Cash Transfers-Experimental Evidence from Kenya”, Econometrica, Volume 90, Issue 6, pp. 2603-2643.

Fotta, Martin, and Mario Schmidt. (2022)- “Cash transfers”. In The Open Encyclopedia of Anthropology, edited by Felix Stein. Online-http- doi.org 10.29164 22cashtransfer.

Garland, David (2016)- The Welfare State—A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press.

Matin, Imran (2022)- “What ‘Cash Plus’ Programs Teach Us About Fighting Extreme Poverty”, Stanford Social Innovation Review, January 5, 2022.

Özler, Berk (2020)-“How should we design cash transfer programs”, Let’s Talk Development, World Bank Blogs.

World Bank (2018)- The State of Social Safety Nets 2018, Washington, DC-World Bank.